গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(রাজস্ব শাখা)
www.chapainawabganj.gov.bd

স্মারক : ৩১.৪৩.৭০০০.০১৫.৩২.১১৭.২৩(খণ্ড-১). ৪৯০

তারিখঃ ২১ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৬ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর ও নাচোল উপজেলাধীন নিম্নবর্ণিত জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুসারে ১৪৩২-১৪৩৪ বঙ্গাব্দ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ইজারা প্রদানের নিমিত্ত কেবলমাত্র প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন এর নিকট হতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর রাজস্ব শাখা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে নগদ ৫০০/- (পাঁচশত) (অফেরতযোগ্য)মূল্যে দরপত্র ক্রয় করা যাবে এবং নিম্নবর্ণিত তারিখে উল্লিখিত অফিসসমূহে রক্ষিত বাক্সে দরপত্র সকাল ৯:০০ টা হতে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত দাখিল করা যাবে। দুপুর ১:০০ টায় বাক্সের মুখ বন্ধ করে ঐ দিনই জলমহাল সংশ্লিষ্ট উপজেলা হতে দরপত্র (কোন দরপত্র দাখিল হলে) সংগ্রহের পর বিকাল ৩:৩০ টায় দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) দরপত্র বাক্স খোলা হবে এবং পরবর্তীতে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হবে। উল্লেখ্য যে দরপত্র দাখিলের প্রথম তারিখে দাখিলকৃত দর গৃহীত না হলে পরবর্তী তারিখগুলো কার্যকর হবে।

ক্রম	জলমহালের নাম ও অবস্থান	তফসিল	দরপত্র ক্রয় ও দাখিলের স্থান	সরকারি ধার্য মূল্য	দরপত্র বিক্রয়ের তারিখ	দরপত্র দাখিলের তারিখ
১	৩	৪	৫	৬		
১	বিল বরেন্দ্র উপজেলা-গোমস্তাপুর	মৌজা-ক) বিল বরেন্দ্র খ) শিবনগর দাগ নং: ক) ৫২৬, ৫৪২, ৫৪০, ৪০, ৫৪৭, ৩০৩ খ) ৭৪, ১২৭ পরিমাণ (একর): ক) ৪৬.০৯, ৮.৮৭, ১.৮০, ১৮.৮৭, ৩.৩৩, ৪.০৩ খ) ০.৭৬, ১০.৬১, মোট= ৯৪.৩৬	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর রাজস্ব শাখা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গোমস্তাপুর	২৫,০২,৫০০/- (পঁচিশ লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত)	১ম দফা- ২৩/০৩/২৫ ২য় দফা- ০৩/০৪/২৫ ৩য় দফা- ০৯/০৪/২৫	২৪/০৩/২৫ ০৬/০৪/২৫ ১০/০৪/২৫
২	লক্ষীপুর ছোটবিলা বড়বিলা বদ্ধ জলমহাল উপজেলা-গোমস্তাপুর	মৌজা- ক) তিলবোরা খ) বিল সুলতান গ) বেগপুর ঘ) কদুবোনা দাগ নং: ক) ৩৯০, ৭৩২, খ) ৬৩, ১৫৭, ঘ) ৬৯, ২৩৩, ২৯৯, ২০১, ৩৩৬ ঙ) ২, ১৫৬, ২১৬ পরিমাণ (একর): ক) ৫৮.৩৮, ৯৭.৪৯ খ) ১৭.০০, ১.৪৮ ঘ) ২২.৪২, ২.৪৮, ২.৩০, ৪.২৮, ১০.২৮ ঙ) ১১.২৬, ৪.১৪, ২.৯৬ একর, সর্বমোট=২৩৪.৪৭ একর	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর রাজস্ব শাখা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গোমস্তাপুর	৬৭,১২,০৭৩/- (সাতষট্টি লক্ষ বারো হাজার তিয়াত্তর) টাকা	১ম দফা- ২৩/০৩/২৫ ২য় দফা- ০৩/০৪/২৫ ৩য় দফা- ০৯/০৪/২৫	২৪/০৩/২৫ ০৬/০৪/২৫ ১০/০৪/২৫
৩	বিল আনইল (বিল কুসমুড়া, বিলদিঘলী, বিল ছোটবনি ও বিল বড়বনিসহ) উপজেলা-নাচোল	মৌজা- ক) আনইল খ) বিলবনি দাগ নং: ক) ১৬৪, ১৫৩, ১০২ খ) ১৫, ৫১, ৬৩ পরিমাণ (একর): ক) ৩২.২০, ৭.০১, ৭.৭৫ খ) ২.৯৪, ৮.১০, ২.১৭, মোট=৬০.১৭	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর রাজস্ব শাখা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নাচোল	৩৫,৮৮,৭২৪/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার সাতশত চব্বিশ) টাকা	১ম দফা- ২৩/০৩/২৫ ২য় দফা- ০৩/০৪/২৫ ৩য় দফা- ০৯/০৪/২৫	২৪/০৩/২৫ ০৬/০৪/২৫ ১০/০৪/২৫

০৬.০৩.২০২৫

(মোঃ আব্দুস সামাদ)
জেলা প্রশাসক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুসারে জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের অতিরিক্ত শর্তাবলি ও সাধারণ জ্ঞাতব্য

০১. সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা সমিতিসমূহ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্তের জন্য আবেদন করতে পারবে। জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোনো ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন/সমিতি আবেদন করতে পারবে না।

০২. সমাজ সেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায়ও জলমহাল ইজারার জন্য আবেদনে অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত হবে।

০৩. আবেদনকারীকে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ৩ (তিন) বছর মেয়াদি লিজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে। আবেদনকারী আবেদন ফরমসহ বিজ্ঞপ্তি ও শর্তাবলির প্রতি পাতায়/নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করে আবেদন ফরম দাখিল করবেন।

০৪. আবেদনকারী কোনো মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে।

০৫. আবেদনকারী সমিতির নিকট সরকারি কোনো বকেয়া রাজস্ব পাওনা নাই কিংবা উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে কোনো সার্টিফিকেট মামলা নেই মর্মে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। লিজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ফেরত দেয়া হবে।

০৬. **জলমহালের সরকারি নির্ধারিত মূল্যের ২০% অর্থ জামানত হিসেবে জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আবেদনকারীকে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।** কৃতকার্য আবেদনকারী সমিতির ব্যাংক ড্রাফটের টাকা ইজারার শেষ বছরের লিজমানির সাথে সমন্বয় করা হবে।

০৭. আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোনো সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে এর প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রসহ **বিগত ০২ বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণের দরকার হবে না।**

০৮. আবেদন যাচাই বাছাই কালে যদি দেখা যায় আবেদনকারী সংগঠন/সমিতির কোনো জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকে এবং পূর্বের কোনো জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা আদালতে কোনো মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

০৯. এক দফার জন্য ক্রয়কৃত আবেদন ফরম অন্য দফায় দাখিল করা যাবে না।

১০. খামের উপর উপজেলাসহ জলমহালের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১১. আবেদনে ঘষামাজা কাটাছেঁড়া কিংবা অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদনে কোনো প্রকার ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না এবং ফ্লুইড ব্যবহার করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩. কোনো জলমহালের ইজারা/ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর যদি ঐ জলমহালের জন্য পুনরায় আবেদন দাখিল করে তাহলে আবেদনটি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪. সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতিত অন্য কোনো সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদন করার যোগ্য হবে না।

১৫. জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫(পনেরো) কার্য দিবসের মধ্যে সরকারি খাতে পরিশোধ করতে হবে।

১৬. ইজারামূল্য পরিশোধের সাথে সাথে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠনকে স্ব-উদ্যোগে ৩০০/- টাকা মূল্যমানের নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে জলমহালের দখল গ্রহণ করতে হবে। যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোনো ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। লিজ চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহাল হস্তান্তর করা হবে না।

১৭. মামলাজনিত কারণে/ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্যকোনো আইনসংগত কারণে জলমহালসমূহ সময় মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। বছরের যে কোনো সময় ইজারা দেওয়া হোক না কেন তা ১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ থেকে ইজারা কার্যকর বলে গণ্য হবে।

১৮. ইজারা গ্রহীতাকে প্রত্যেক বছরের ইজারা মূল্যের উপর সরকারি নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত সকল প্রকারের কর প্রযোজ্য হবে।

১৯. ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২০. লীজ গ্রহীতা কোনো মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোনো অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোনো উপায়ে ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করা হয় তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোনো আবেদন করতে পারবেনা।

২১ কোনো মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

২২. আদালতের কোনো মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোনো ক্ষতিগ্রস্তের অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৩. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম জলমহালের বিপরীতে গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২৪. লিজ গ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন এবং কেউ যাতে সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনিভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করবেন।

২৫. জলমহালের কোনো অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ এর কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়।

২৬. অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। জেলা প্রশাসক বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই মা মাছ শিকার করা যাবে না, এর ব্যত্যয় ঘটলে ইজারা বাতিল করা যাবে।

২৭. ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া, পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো আদেশ/নির্দেশ এবং বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৮. ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোনো জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোনো প্রকার দাবি/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

২৯. ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কোনো সময়ের জন্য ইজারা গ্রহীতা আবেদন করতে পারবে না। এরূপ কোনো আবেদন সরাসরি নামঞ্জুর হবে।

৩০. জলমহাল ইজারা নেয়ার পরে কোনো সংগঠন/সমিতি জলমহাল ভরাট বা অন্য কোনো অজুহাত উত্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রম অংশ গ্রহণ করবে।

৩১. সময়মত লিজ মানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোনো অনিয়মের কারণে কোনো জলমহালের লিজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লিজ প্রদান করবে।

০৬.০৩.২০২৫

জেলা প্রশাসক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(রাজস্ব শাখা)
www.chapainawabganj.gov.bd

নম্বরঃ ৩১.৪৩.৭০০০.০১৫.৩২.১১৭.২৩(খন্ড-১). ৪১০(১৫০)

তারিখঃ ২১ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৬ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর/শিবগঞ্জ/গোমস্তাপুর/নাচোল/ভোলাহাট
০৪। জেলা মৎস্য অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৫। জেলা সমবায় অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৬। জেলা তথ্য অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। বিজ্ঞপ্তিটি ০৭ (সাত) দিন মাইকিং করে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর/শিবগঞ্জ/গোমস্তাপুর/নাচোল/ভোলাহাট (বিজ্ঞপ্তিটি ০৭(সাত) দিন মাইকিং করে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)
০৮। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৯। প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। (বিজ্ঞপ্তিটি এ অফিসের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
১০। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল)--------------------------ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস----------------- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। বিজ্ঞপ্তিটি ০৭ (সাত) দিন মাইকিং করে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। সম্পাদক/বিজ্ঞাপন ম্যানেজার-----------------------------। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি তার পত্রিকায় ০১(এক) দিনের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হলো।
১২। সভাপতি/সম্পাদক(সকল)---------------------মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি :, গ্রাম--------------------ডাকঘর----------- ------------------উপজেলা :-----------------------------জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১৩। জনাব ....

১৪। এ অফিসের নোটিশ বোর্ড

০৬/০৩/২৫
(লায়লা ইয়াসমিন)
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ